কালের কণ্ঠ

তারিখ 04 JUN 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 9

প্রাথমিকের পাঠ্য বই

ছাপার কাজের বেশির ভাগ পেতে যাচ্ছে বিদেশিরা

আজিজুল পারভেজ ▷

প্রাথমিকের বিনা মূল্যের পাঠ্য বই ছাপার বেশির ভাগ কাজ পেতে যাচ্ছে বিদেশি প্রতিষ্ঠান। বই ছাপার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) আন্তর্জাতিক দরপত্রে সর্বনিম্ন দরদাতার তালিকায় এবার তাদের সংখ্যাই বেশি। ৯৮টি লটের মধ্যে ৭৪টিতেই তারা সর্বনিম্ন দরদাতা।

প্রাথমিক স্তরের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ১০ কোটি ৫২ লাখ ৮৮ হাজার ৩২৭টি বই ছাপার জন্য এনসিটিবি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করে। কাজ ৯৮টি লটে ভাগ করা হয়। ৪২২টি দরপত্র বিক্রি হয়। গত মঙ্গলবার বিকেলে দরদাতাদের উপস্থিতিতে জমা দেওয়া দরপত্র খোলা হয়। ৭৪টি লটেই সর্বনিম্ন দরদাতা বিদেশি প্রতিষ্ঠান। ৫৫টি লটে ভারতের উত্তর প্রদেশের পিতাম্বর, ১৪টি লটে দক্ষিণ কোরিয়ার তারা টিপিএস, দুটি লটে চীনের সাউথ পাবলিশিং হাউস, দুটি লটে ভারতের নয়াদিল্লির একটি প্রতিষ্ঠান এবং একটি লটে ভারতের মুম্বাইয়ের একটি প্রতিষ্ঠান দরপত্র জমা দেয়। বাকি ২৪টি লটে সর্বনিম্ন দরদাতা বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান।

এনসিটিবি সূত্র জানায়, এখন দরপত্র মূল্যায়ন করা হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোর কাগজপত্র, অভিজ্ঞতা, সক্ষমতা প্রভৃতি যাচাই করে দেখা হবে। এরপর দাতাসংস্থার কাছে প্রস্তাব পাঠানো হবে। তাদের মতামতের ভিত্তিতে কার্যাদেশ দেওয়া হবে। আগামী জুলাইয়ে কার্যাদেশ দেওয়া হতে পারে।

ভারতের পিতাম্বর অর্ধেকের বেশি লটে সর্বনিম্ন দর প্রস্তাব করেছে। সরেজমিনে তাদের সক্ষমতা যাচাই করে কাজ দেওয়া হবে। কোনো লটের কাজ নির্দিষ্ট সময়ে করা সম্ভব হবে না মনে হলে, দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতাকেও কাজ দেওয়া হতে পারে।

ছাপার কাজের বিষয়ে জানার জন্য এনসিটিবির উৎপাদন নিয়ন্ত্রক আবদুল মজিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কিছু বলতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, কারা কাজ পাচ্ছে তা কার্যাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলা সম্ভব নয়।

গত বছর সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে পাঠ্য বই ছাপার কাজ পেয়েছিল ২২টি দেশি প্রতিষ্ঠান। এনসিটিবি ৩৩০ কোটি টাকা ব্যয় ধরে। তবে দেশি প্রতিষ্ঠানগুলো ১০৯ কোটি টাকা কমে কাজ করার আগ্রহ দেখায়। তারা ২২১ কোটি টাকায় কাজ করে দেওয়ার জন্য দরপত্র জমা দেয়। কিন্তু বাজারমূল্য অনুযায়ী এ দরে মানসম্পন্ন বই ছাপা সম্ভব নয় উল্লেখ করে দাতাসংস্থা বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) তাদের কাজ দেওয়ার বিপক্ষে অবস্থান নেয়। ফলে সিদ্ধান্ত নিতে অনেক দেরি হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সময়মতো বই দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে সরকার ও দাতারা দেশি ছাপাখানাগুলোকেই কাজ দিতে সম্মত হয়। কিন্তু ৮০ গ্রামের সাদা কাগজ, নির্দিষ্ট উজ্জ্বলতা ও পুরুত্ব এবং চার রঙের মানসম্মত বই ছাপার শর্ত পূরণ হয়নি। এনসিটিবির তদন্তে প্রমাণিত হয় বইয়ের সামগ্রিক মান খারাপ। নিম্নমানের কাগজ, বাঁধাই ঠিকমতো করা হয়নি। অনুসন্ধানে জানা গেছে, এবার শিক্ষার্থীদের দেওয়া অনেক বই ছিঁড়ে গেছে। অনেক বইয়ের সব পাতা নেই।

পাঠ্য বই ছাপার কাজে শর্ত ও মান রক্ষা করতে না পারায় ২২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৮টি প্রতিষ্ঠানকে ৫২ লাখ ৩৬ হাজার ৭১৮ টাকা জরিমানা করে এনসিটিবি।

উল্লেখ্য, ২০১১ সাল থেকে আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে সাদা কাগজে প্রাথমিকের চার রঙের বই ছাপা হচ্ছে। তখন থেকে ভারতসহ কয়েকটি দেশের মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান দরপত্রে অংশ নিচ্ছে। কিন্তু দেশি প্রকাশকরা দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের কথা বলে বিদেশি ছাপাখানায় বই ছাপার বিরোধিতা করে আসছে। এ বিষয়ে সরকারের যুক্তি হলো, প্রতিযোগিতা থাকলে মানসম্মত পাঠ্য বই শিক্ষার্থীদের দেওয়া সম্ভব হবে।